মনোবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি

CamScanner

প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়: পরীক্ষণ মনোবিজ্ঞান ও গ্রহণ ইন্দ্রিয়

পরীক্ষণ মনোবিজ্ঞানের বিশেষত্ব হল যে, এটি মৌলিক মনোবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া যেমন-সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ, প্রেষণা ও আবেগ, শিক্ষণ, স্মৃতি এবং পরিজ্ঞানকে বিবেচনা করে। উনিশ শতকে পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান শুরু হয়েছিল যখন উইলহেম উন্ড মনোবিজ্ঞানে গাণিতিক এবং পরীক্ষামূলক পদ্ধতির তৈরি করেছিলেন। উন্ড জার্মানিতে প্রথম মনোবিজ্ঞান পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

উইলিয়াম উন্ড

আরো জানতে হবে

- মনোবিজ্ঞানের অন্যতম অগ্রদূত- হারম্যান এবিংহস।
- মনোবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান হিসাবে দাঁড় করান- উইলহ্যাম উন্ড।
- মনোবিজ্ঞান মূলত- আচরণের জৈবিক ভিত্তি।
- পরীক্ষণ মনোবিজ্ঞানে গবেষণা করা হয়- আচররণের শারীরিক ও স্বাভাবিক প্রক্রিয়া।
- পরীক্ষণ মনোবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়- ভৌত মনোবিজ্ঞান।
- নিয়ন্ত্রণের অর্থ- কোনো শর্ত বা অবস্থাকে প্রয়োজনে পরিবর্তন করা।
- কোনো শর্ত অবস্থা অথবা কোনো উদ্দীপক বা প্রতিক্রিয়া বা পরিবর্তন তাকে বলে- চল।
- মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষণে উদ্দীপকের প্রতি জীবের প্রতিক্রিয়া হলো- নির্ভরশীল চল।
- বাহিক্যক পরিবেশ থেকে যে চলের উদ্ভব হয় তাকে বলে- বাহ্যিক চল।
- পরীক্ষা মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত মূল পদ্ধতি হলো- পরীক্ষণ পদ্ধতি।
- বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলতে বোঝায়- পরীক্ষণ পদ্ধতিকে।

গ্রহণ ইন্দ্রিয়

দর্শন ইন্দ্রিয় কেন্দ্রীয় স্নায়ু তন্ত্রের একটি অংশ, যা প্রাণীদের দেখার পাশাপাশি বেশ কয়েকটি ছবির প্রতিক্রিয়া গঠনের সক্রিয় উপাদান হিসেবে কাজ করে। এটি দৃশ্যমান আলো থেকে তথ্য আবিষ্কার করে এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশের একটি উপস্থাপনা নির্মাণের সম্যক ধারণা দেয়।

আরো জানতে হবে

- অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের মৌলিক উৎস হলো- সংবেদন।
- ইন্দ্রিয় হলো- সংবেদনের গ্রাহক যন্ত্র।
- ভারসাম্য রক্ষণকারী ইন্দ্রিয় হলো- ভেস্টিবুলার ইন্দ্রিয়।
- চোখে আলোক রশ্মি প্রবেশ করে- চোখের মণি।
- চক্ষুগোলকের গুরুত্বপূর্ণ অংশ- অক্ষিপট।
- আলোক সংবেদী পট- অক্ষিপট।
- কৃষ্ণমণ্ডল হলো- শ্বেতমণ্ডল ও অক্ষিপটের মাঝখানে কালোপর্দা।
- চক্ষুর প্রধান অংশ হলো- রেটিনা।

অনুশীলনী

01. গবেষক প্রাণীর আচরণের ওপর যে চলের প্রভাব লক্ষ্য করেন সে চলকে বলা হয়-

A. অনির্ভরশীল চল B. নির্ভরশীল চল
C. বাহ্যিক চল D. অন্তর্বর্তী চল

02. গবেষণা সমস্যার একটি সম্ভাব্য সমাধানকে কী বলা হয়?

A. চল B. সমস্যা C. পরীক্ষণ D. প্রকল্প

03. বিজ্ঞানের শাখা হিসেবে মনোবিজ্ঞানের যাত্রা শুর হয়-

A. ২০০ বছর আগে B. ১০০ বছর আগে
C. ৪০০ বছর আগে D. ৩০০ বছর আগে

04. পরীক্ষণ মনোবিজ্ঞানের জনক বলা হয়-

A. উইলহেলমকে B. মার্ককে
C. রবার্টকে D. কিংকে

05. পরীক্ষণ মনোবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল-

A. আচরণ B. স্নায়বিক প্রক্রিয়া
C. সংবেদন D. প্রকল্প

06. পরীক্ষণ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হল-

A. বস্তুনিষ্ঠতা B. ব্যক্তিবর্গ
C. প্রয়োগিক সংজ্ঞা D. বাহ্যিক চল

07. পরীক্ষণের ধাপগুলো মোট-

A. ১০টি B. ৯টি
C. ১৪টি D. ১২টি

08. সমস্যা সৃষ্টি হয় সাধারণত যে কয়টি ধরনের অবস্থা থেকে-

A. ৫টি B. ৩টি
C. ৪টি D. ১টি

09. পরীক্ষণে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো-

A. চল শনাক্তকরণ B. উপাত্ত সংগ্রহ
C. প্রকল্প প্রণয়ন D. নিয়ন্ত্রণ

উত্তরমালা									
01	A	02	D	03	B	04	A	05	C
06	A	07	D	08	B	09	C		

10. প্রকল্পের ভিত্তি হলো-
A. চল B. তথ্য C. ব্যাখ্যা D. অভিজ্ঞতা

11. দুই বা ততোধিক চলের সাধারণ সম্পর্ক প্রকাশ করে-
A. অস্তিত্ববাদী প্রকল্প B. সাধারণ প্রকল্প
C. সর্বজনীন প্রকল্প D. স্বাভাবিক প্রকল্প

12. পরীক্ষার অপরিহার্য অংশ হলো-
A. নিয়ন্ত্রণ B. গুরুত্ব C. চল D. বাহ্যিক চল

13. যে সকল চল সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত হয় না তাকে-
A. ভারসাম্য B. পুনরাবৃত্তি
C. চল D. প্রকল্প

14. পরীক্ষণ পদ্ধতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?
A. নিয়ন্ত্রণ B. শর্ত C. চল D. কার্য

15. পরীক্ষণ পদ্ধতিতে কি সংগ্রহ ও তার বিশ্লেষণ করা হয়?
A. উপাত্ত B. পরীক্ষণ C. কার্য D. প্রকল্প

16. উপাত্ত সংগ্রহের পর তার কী প্রদান করা হয়?
A. সমস্যা B. কারণ C. ব্যাখ্যা D. তথ্য

17. কোনটি চোখের মধ্যে আলোর প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে?
A. চোখের পাতা B. কনীনিকা
C. চক্ষুমণি D. অচ্ছোদ পটল

18. শ্বেতমন্ডলের সামনের অংশ কোনটি?
A. চোখের পাতা B. পীতবিন্দু
C. অচ্ছোদ পটল D. কনীনিকা

19. কনীনিকা সংকোচন ও প্রসারণের জন্য কে দায়ী?
A. সিলিয়ারী পেশি B. বাদামি পর্দা
C. চক্ষুগোলক D. লেন্স

20. কোনটিতে দশটি স্তর রয়েছে?
A. অক্ষিপট B. পীতবিন্দু C. কৃষ্ণমন্ডল D. অন্ধবিন্দু

21. কোন আঁশযুক্ত কলা?
A. পীতবিন্দু B. শ্বেতমন্ডল C. পীতবিন্দু D. অন্ধবিন্দু

22. কোনটি সকল বর্ণের আলো শোষণ করে নেয়?
A.কৃষ্ণমন্ডল B. শ্বেতমন্ডল C. আলোমন্ডল D. অক্ষিপট

23. চোখে আলো যে মাধ্যমে প্রবেশ করে-
A.পীতবিন্দু B. কনীনিকা C. অন্ধবিন্দু D. চক্ষুমণি

24. চক্ষুর প্রধান অংশ-
A. অক্ষিপট B. পীতবিন্দু C. কৃষ্ণমন্ডল D. অন্ধবিন্দু

উত্তরমালা

10	D	11	C	12	A	13	B	14	A
15	A	16	C	17	C	18	C	19	A
20	A	21	B	22	A	23	B	24	A

তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়: সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ

সংবেদন হলো উদ্দীপনার প্রাথমিক চেতনা বা বোধ। বহির্জগতের উদ্দীপক ইন্দ্রিয়ে আঘাত করলে যে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় তা মস্তিষ্কে বাহিত হলে যে সহজ চেতনার উদ্ভব হয় তাকে সংবেদন বলে। কোন বিষয় বা বস্তু সম্বন্ধে প্রাথমিক চেতনাই হলো সংবেদন।

সংবেদন সমতা

দীর্ঘ উদ্দীপনার প্রতি সংবেদনশীলতার পর্যায়ক্রমিক ক্রমাবনতি হলো সংবেদন সমতা। দুই প্রকারের চাক্ষুষ সমতা বা অভিযোজন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলো হচ্ছে-

অন্ধকার অভিযোজন	◆ খুব কম আলোতে কারও দর্শন শক্তির পর্যায়ক্রমিক বৃদ্ধি বা উন্নতি ঘটলে অন্ধকার অভিযোজন সংঘটিত হয়। ◆ উদাহরণস্বরূপ- নাটক মঞ্চায়নের সময় হলঘরের আলো নিভিয়ে দেয়া হলে প্রথমে কিছুই দেখা যায় না।
আলো অভিযোজন	◆ তীব্র আলোতে সংবেদনশীলতার ক্রমাবনতিকে আলো অভিযোজন বলা যেতে পারে। ◆ উদাহরণস্বরূপ- অন্ধকার কক্ষে হঠাৎ তীব্র আলো জ্বলে উঠলে প্রথমে চোখ বন্ধ হয়ে আসে, কিছুই দেখা যায় না।

অধ্যাস

কোন বাস্তব উদ্দীপককে ভ্রান্তভাবে প্রত্যক্ষণ করার নামই হচ্ছে অধ্যাস। বিভিন্ন ধরনের অধ্যাস রয়েছে। সেগুলো হলো-

জ্যামিতিক অধ্যাস	◆ জ্যামিতিক রেখা, কোণ ইত্যাদি বিষয়ের পরিমাপ সম্পর্কে নানা ধরনের চাক্ষুস ভ্রান্তি দেখা যায়, এ ধরনের ভ্রান্তিকে জ্যামিতিক অধ্যাস বলে।
গতি অধ্যাস	◆ গতি অধ্যাসের ক্ষেত্রে আমরা স্থির বস্তুকে গতিশীল বলে প্রত্যক্ষণ করে থাকি। ◆ ফাই-ঘটনা গতি অধ্যাসের একটি উদাহরণ।
চান্দ্র অধ্যাস	◆ দিগন্তের চাঁদকে মধ্য আকাশের চাঁদের চেয়ে বড় দেখায়।
প্রাকৃতিক অধ্যাস	◆ প্রাকৃতিক অধ্যাসের উদাহরণ হলো- অর্ধবালতি পরিষ্কার পানিতে একটি লাঠি স্থাপন করলে লাঠিটিকে বাঁকা দেখায়।
শারীরবৃত্তীয় অধ্যাস	◆ শারীরিক ঘটনার কারণে অধ্যাসের সৃষ্টি হলে তাকে শারীরবৃত্তীয় অধ্যাস বলে।

অনুশীলনী

01. উদ্দীপক এক প্রকার কী?
A. ইন্দ্রিয় B. শক্তি
C. গ্রাহক D. সংবেদন

02. উদ্দীপক সম্পর্কে সচেতন প্রক্রিয়াকে কী বলে?
A. শব্দ সংবেদন B. সংবেদন
C. শক্তি D. ইন্দ্রিয়

03. সংবেদন কেমন প্রক্রিয়া?
A. প্রান্তীয় B. কেন্দ্রীয় C. আপেক্ষিক D. উচ্চতর

04. প্রত্যক্ষণ কেমন প্রক্রিয়া?
A. কেন্দ্রীয় B. আপেক্ষিক C. উষ্ণ D. প্রান্তীয়

05. সংবেদন কেমন প্রক্রিয়া?
A. উপস্থাপনামূলক B. অসংগঠিত
C. আপেক্ষিক D. প্রান্তীয়

06. সংবেদন সৃষ্টির জন্য কী প্রয়োজন?
A. উদ্দীপক B. তীব্রতা C. স্থায়িত্ব D. ব্যাপকতা

07. সংবেদন কী হিসেবে কাজ করে?
A. সংকেত B. সংবেদন সমতা
C. ব্যাপকতা D. উদ্দীপক

08. কার নামানুসারে শব্দের এককের নাম হয়?
A. আলেক জান্ডার গ্রাহাম বেল B. ব্লাইডার
C. পেল D. হেনরী

09. নিম্ন সীমাকে সংক্ষেপে বলে-
A. UL B. RL C. ML D. LR

10. প্রত্যক্ষণ বলতে বোঝায়-
A. সংবেদননের অর্থবোধক ব্যাখ্যা
B. প্রত্যক্ষণ ও প্রতিক্রিয়ার মানসিক প্রক্রিয়া
C. যেকোনো বিষয়ে অভিজ্ঞতা
D. সরল প্রতিক্রিয়া

11. মানসিক রোগের লক্ষণ হলো-
A. অধ্যাস B. অলীক বিশ্বাস
C. অলীক বীক্ষণ D. অবচৈতিক

12. হতাশার পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া কোনটি?
A. আক্রমণ B. আগ্রাসন
C. পলায়ন D. অবদমন

13. সাধারণত স্বাভাবিক ও স্নায়ু মানুষের বেলায় কী হয়?
A. অধ্যাস B. অলীক C. প্রত্যক্ষণ D. সবগুলো

14. অস্বাভাবিক ও অসুস্থ মানুষের ক্ষেত্রে কোনটি ঘটে?
A. অলীক B. অধ্যাস C. প্রত্যক্ষণ D. সবগুলো

15. যে সকল বস্তু বা ঘটনা একই দিকে গতিশীল তাকে কি হিসাবে প্রত্যক্ষণ হয়?
A. দল B. উপাদান C. পরীক্ষা D. পার্থক্য

উত্তরমালা									
01	B	02	B	03	A	04	A	05	A
06	A	07	A	08	A	09	B	10	A
11	B	12	C	13	A	14	A	15	A

পঞ্চম অধ্যায়: মনোযোগ

মনোযোগ হল একটি আচরণগত ও জ্ঞানভিত্তিক প্রক্রিয়া যা নৈর্বাচনিকভাবে কোনো একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তিগত বা বস্তুগত তথ্যের প্রতি মনোনিবেশ করতে এবং সেই বিষয়টি সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য উপেক্ষা করতে সহায়তা করে। মনোযোগের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো "প্রত্যবোধ"।

আরো জানতে হবে

- মনোযোগ অন্যতম নির্ধারক- অভ্যাস ও শিক্ষা।
- মনোযোগের ক্ষেত্র হলো- সীমিত।
- মনোযোগের শর্তসমূহ বিভক্ত- ২টি।
- মনোযোগের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো- আকার।
- মনোযোগের উল্লেখযোগ্য শর্ত- নতুনত্ব।
- মনোযোগ মূলত- নির্বাচনমূলক।
- মনোযোগ- দ্রুত স্থানান্তরিত হয়।

অনুশীলনী

01. কোনটি মনোযোগের বাহ্যিক শর্ত?
A. প্রেষণা B. আকৃতি C. আগ্রহ D. ইচ্ছা

02. প্রত্যক্ষণের পূর্ববর্তী ঘটনা কী?
A. মনোযোগ B. নিয়ন্ত্রণ C. স্মৃতি D. চেতনা

03. মনোযোগের অপর বৈশিষ্ট্য কী?
A. ক্ষেত্র সীমিত B. দোদুল্যমানতা
C. সংবেদী হ্রাস D. সংবেদী বৃদ্ধি

04. দোদুল্যমানতার হার কেমন?
A. পরিবর্তনশীল B. অপরিবর্তনশীল
C. বড় D. ছোট

05. প্রান্ত ও কেন্দ্র রয়েছে-
A. আকারের B. বিচ্ছিন্নতার
C. তীব্রতার D. মনোযোগের

উত্তরমালা									
01	C	02	A	03	B	04	A	05	D

ষষ্ঠ অধ্যায়: বুদ্ধি

ক্রাইডার এবং তাঁর সহযোগীরা বলেন, "বুদ্ধি হলো বিদ্যুতের মতো। এটি পরিমাপ করা সহজ, কিন্তু সংজ্ঞায়িত করা প্রায় অসাধ্য।" বুদ্ধি অভীক্ষা বিকাশের প্রথম প্রয়াস পরিচালিত হয়েছিল একটি বিশেষ সামাজিক-রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে, বিশেষ করে এক ব্যক্তি নেতৃত্বে এবং তিনি হলেন স্যার ফ্রান্সিস গ্যাল্টন। আলফ্রেড বিনে এবং তাঁর সহযোগী থিওডোর সিমোঁ ১৯০৫ সালে প্রথম সত্যিকার অর্থে ব্যবহার উপযোগী বুদ্ধি অভীক্ষা তৈরি করেন। এ অভীক্ষাটি বিনে-সিমোঁ স্কেল নামে পরিচিত।

ফ্রান্সিস গ্যাল্টন

আরো জানতে হবে

- সর্বপ্রথম স্ট্যানফোর্ড বিনে অভীক্ষায় বুদ্ধ্যঙ্ক শব্দটি ব্যবহার করেন- অধ্যাপক টারম্যান।
- ওয়েকসলার শিশুদের বুদ্ধি পরিমাপের জন্য প্রণয়ন করেন- ২টি অভীক্ষা।
- ওয়েক্সলার বয়স্ক বুদ্ধি অভীক্ষাতে উপ-অভীক্ষা রয়েছে- ১১টি।
- একটি ভাষাভিত্তিক দলগত বুদ্ধির অভীক্ষা- আর্মি আলফা অভীক্ষা।
- আর্মি আলফা অভীক্ষায় বিভক্ত- ৮টি উপ-অভীক্ষায়।
- প্রথম ভাষাবর্জিত দলগত বুদ্ধি অভীক্ষা- আর্মি বিটা অভীক্ষা।
- আর্মি বিটা অভীক্ষায় উপ-অভীক্ষা রয়েছে- ৭টি।

অনুশীলনী

01. বুদ্ধি পরিমাপের অভীক্ষা সর্বপ্রথম কে তৈরি করেন-

A. ওয়েসলার B. বিনে
C. ক্যাটলে D. টাবম্যান

02. কোন অভীক্ষায় অনির্দিষ্ট, অস্পষ্ট ও অসংগঠিত উদ্দীপক ব্যবহার করা হয়?

A. ব্যক্তিত্ব প্রশ্নতালিকা B. প্রক্ষেপণমূলক অভীক্ষা
C. পীড়নমূলক অভীক্ষা D. পরিস্থিতিমূলক অভীক্ষা

03. বুদ্ধি কীসের মত?

A. শক্তি B. বিদ্যুৎ C. বাতাস D. আলো

04. কে সর্বপ্রথম বুদ্ধি কথাটি উল্লেখ করেন?

A. ক্যাটেল B. ম্যাকমহোন
C. জারবিং D. বেল

05. বুদ্ধি পরিমাপের অভীক্ষাগুরো কত প্রকার?

A. দুই প্রকার B. তিন
C. ছয় D. চার

উত্তরমালা									
01	C	02	C	03	B	04	A	05	A

সপ্তম অধ্যায়: ব্যক্তিত্ব

ব্যক্তিত্ব কথাটির ইংরেজি প্রতিশব্দ ব্যক্তিত্ব কথাটির ইংরেজি প্রতিশব্দ Personality ল্যাটিন শব্দ Persona থেকে হয়েছে। প্রাচীন রোমে অভিনেতাগণ যে মুখোশ করে অভিনয় করতো সেই মুখোশকে Persona বলা হতো। ব্যক্তিত্ব হলো ব্যক্তির সকল বৈশিষ্ট্যের সামগ্রিক রূপ যার ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায় তার স্বাতন্ত্র্য ভাব।

মুখোশ

ব্যক্তিত্বের কাঠামো

ফ্রয়েডের মতে, ৩টি ভিন্ন মানসিক কাঠামো নিয়ে ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়। তিনি সেগুলোকে আদিসত্ত্ব, অহম ও অতি অহম নামে অভিহিত করেন। একজন ব্যক্তি কি চিন্তা করে, অনুভব করে এবং কর্ম করে তা নির্ভর করে এই তিনটি কল্পিত কাঠামোর কার্যকলাপের উপর।

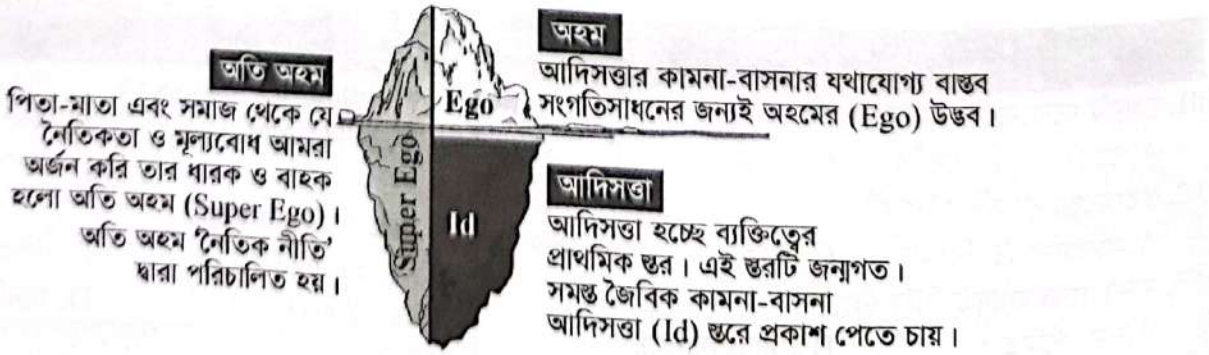

CamScanner

কার্ল ইয়ুং-এর মনোবৈজ্ঞানিক প্রকারভেদ মতবাদ

কার্ল জি. ইয়ুং মানুষের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে তিনি ব্যক্তিত্বকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। যথা- **অন্তর্মুখী** ও **বহির্মুখী**।

অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্ব

অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্বের লোকেরা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতে ভালোবাসে। বাইরের জগতের প্রতি এদের আকর্ষণ খুবই কম। এ জাতীয় লোকের বৈশিষ্ট্য হলো এরা খুব আত্মকেন্দ্রিক, বাহ্য বস্তুর প্রতি উদাসীন, আত্মসচেতন এবং স্বার্থপর। অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্বের লোকেরা অত্যন্ত চিন্তাশীল, আবেগপ্রবণ ও সংবেদনশীল হয়। এ ধরনের ব্যক্তিরা খুব চিন্তাশীল এবং সৃজনশীল প্রতিভার অধিকারী হয়ে থাকে। কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, বিজ্ঞানীদের এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা চলে।

বহির্মুখী ব্যক্তিত্ব

বাইরের জগতের প্রতি এদের রয়েছে দুর্বার আকর্ষণ। এরা অন্যের সঙ্গে মিশতে এবং প্রাণ খুলে আনন্দ প্রকাশশে আগ্রহী। বাইরের জগতের বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে এরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। বহির্মুখী ব্যক্তিত্বের লোকেরা খুবই সামাজিক এবং যে কোনো পরিবেশ এবং পরিস্থিতিতে এরা নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে। সমাজসেবা, খেলাধুলা, দেশ ভ্রমণ, ব্যবসায়-বাণিজ্য ইত্যাদি কাজে এরা খুবই আগ্রহী।

আরো জানতে হবে

- আচরণবাদের প্রাথমিক বক্তব্য হলো- বিজ্ঞানভিত্তিক।
- কার্ল রোজার্স হলেন- মানবতাবাদী আন্দোলনের একজন অগ্রদূত।
- কার্ল রোজার্স ব্যক্তিত্ব কাঠামোকে দেখেছেন- আত্ম-ধারণা হিসেবে।

অনুশীলনী

01. ল্যাটিন Persona শব্দের অর্থ কী?
A. মুখমণ্ডল B. মুখোশ
C. শরীর D. ব্যক্তিত্ব

02. ব্যক্তিত্বকে কয়টি প্রধান দৃষ্টিভঙ্গিকে বিভক্ত করা হয়-
A. ৬টি B. ৯টি C. ৭টি D. ৫টি

03. জৈবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যক্তিত্বকে বিভক্ত করা হয়-
A. ৫টি ভাগে B. ২ ভাগে C. ৩ ভাগে D. ৪ ভাগে

04. সহজে উৎফুল্ল বিষাদগ্রস্ত কোন শ্রেণির লোক-
A. সিজোয়েড B. সাইক্লোয়েড
C. ব্যাথলেটিক D. অ্যাসথেনিক

05. শারীরিক গঠনের ভিত্তিতে ব্যক্তিত্বকে কে বিভক্ত করেন-
A. শেলডন B. জারবিং C. কিং D. মর্গান

06. হাল্কা পাতলা হয় কোন ধরনের ব্যক্তির দেহ-
A. মেসোমরফিক B. একটোমরফিক
C. মোমাটোটনিক D. অ্যাথলেটিক

07. আবেগশীলতা একটি কী আচরণ-
A. বহির্গত B. বাহ্যিক
C. উৎস D. সংলক্ষিত

08. আত্মকেন্দ্রিকতা বৈশিষ্ট্য টি বিদ্যমান-
A. অন্তমুর্খী ব্যক্তিগত B. বহির্মুখী ব্যক্তিতে
C. মৌলিক D. কেন্দ্রীয়ব্যক্তিত্বে

উত্তরমালা									
01	B	02	D	03	B	04	B	05	A
06	B	07	B	08	A				

অষ্টম অধ্যায়: হতাশা ও দ্বন্দ্ব

যে সকল বস্তু বা ঘটনা লক্ষ্যবস্তু লাভে বাধার সৃষ্টি করে সে সকল বস্তু বা ঘটনাকে অসহায়ত্ব বা হতাশার উৎস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। হতাশার উৎসকে **তিনটি** প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

পরিবেশগত | দ্বন্দ্ব | ব্যক্তিগত

দ্বন্দ্বের প্রকারভেদ

কার্ট লিউয়িন মূলত বিভিন্ন প্রকার দ্বন্দ্বের বর্ণনা করেন। দ্বন্দ্বসমূহকে প্রধানত ৪টি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

দ্বিগুণ আকর্ষণ-বিকর্ষণ দ্বন্দ্ব	এক্ষেত্রে দুটি লক্ষ্যবস্তু থাকে এবং প্রতিটি লক্ষ্যবস্তুরই ধনাত্মক ও ঋণাত্মক অর্থাৎ ভালো ও মন্দ দুটি দিকই রয়েছে।
আকর্ষণ-আকর্ষণ দ্বন্দ্ব	যখন আমাদের সামনে দুটি সমান আকর্ষণীয় বস্তু থাকে এবং সেখান থেকে একটি গ্রহণ করতে হবে, তখন আমরা দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হই। এ ধরনের দ্বন্দ্ব আকর্ষণ-আকর্ষণ দ্বন্দ্ব নামে পরিচিত। আকর্ষণ-আকর্ষণ দ্বন্দ্বে দুটি ধনাত্মক লক্ষ্যবস্তু থাকে এবং দুটি লক্ষ্যবস্তুই একই সাথে সমান আকর্ষণীয়।
আকর্ষণ-বিকর্ষণ দ্বন্দ্ব	আকর্ষণ-বিকর্ষণ দ্বন্দ্ব সচরাচর ঘটে থাকে, কিন্তু এর সমাধান খুব কঠিন। এক্ষেত্রে একটি লক্ষ্যবস্তু থাকে; লক্ষ্যবস্তুটি একদিকে যেমন আকর্ষণ করে, অন্যদিকে তেমনি বিকর্ষণও করে।
বিকর্ষণ-বিকর্ষণ দ্বন্দ্ব	বিকর্ষণ-বিকর্ষণ দ্বন্দ্বে ঋণাত্মক লক্ষ্যবস্তু থাকে, যার একটি গ্রহণ করতে হবে। যখন দুটি অপ্রীতিকর লক্ষ্যবস্তুই থাকে এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও একটি গ্রহণ না করে উপায় থাকে না তখন যে দ্বন্দ্বের উদ্ভব ঘটে, তাকে বিকর্ষণ-বিকর্ষণ দ্বন্দ্ব বলে। এ ধরনের দ্বন্দ্বের মূলকতা "জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ"।

ইতিহাস প্রথম পত্র

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি

CamScanner

ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দের আগমন: ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা

পর্তুগিজ নাবিক বার্থোলোমিউ দিয়াজ ১৪৮৭ সালে আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে ইউরোপ হতে পূর্বদিক আগমনের জলপথ আবিষ্কার করেন। সেই সূত্র ধরে ইউরোপ হতে ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কৃত হয় ১৪৯৮ সালে। পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা এই জলপথ আবিষ্কার করেন। তিনি আফ্রিকা মহাদেশের পশ্চিম ও দক্ষিণ উপকূল ঘুরে ইউরোপ থেকে ভারতের কালিকট বন্দরে উপস্থিত হন।

পর্তুগিজদের আগমন

- পর্তুগালের লোকদের বলে- পর্তুগিজ।
- ভারতের প্রাচীন নাম- জম্বুদ্বীপ।
- ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কারের কৃতিত্ব- পর্তুগিজদের।
- উপমহাদেশে ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে প্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে- পর্তুগিজরা।
- সর্বপ্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে- ১৫০২ সালে (কেরালার কোচিন নামক স্থানে)।
- পর্তুগিজগণ বাংলাদেশে পরিচিত- ফিরিঙ্গি (ফারসি শব্দ) নামে।
- ভারতে পর্তুগিজ উপনিবেশগুলোর প্রথম গভর্নর ছিলেন- আলবুকার্ক।
- বাংলায় ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে প্রথম এসেছিল- পর্তুগিজরা (১৫১৬ সালে)।
- পর্তুগিজরা চট্টগ্রামে আসতে শুরু করে- ১৫১৮ সালে।
- পর্তুগিজরা চট্টগ্রাম বন্দরের নাম দিয়েছিল- পোর্টো গ্রান্ডে বা বিশাল বন্দর।
- বাংলার যে সুলতান পর্তুগিজদের চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রামে (হুগলি) বাণিজ্য কুঠি নির্মাণের অনুমতি দেন- সুলতান মাহমুদ শাহ (১৫৩৬ সালে)।
- পর্তুগিজরা স্থায়ীভাবে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে- হুগলি বন্দরে (১৫৭৯ সালে)।
- হুগলিতে পর্তুগিজরা স্থায়ীভাবে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে- আকবরের অনুমতিক্রমে।
- চট্টগ্রামের যে স্থান পর্তুগিজ জলদস্যুদের অধিকারভুক্ত ছিল- সন্দ্বীপ।
- শেরশাহ পর্তুগিজদের চট্টগ্রাম হতে বিতাড়িত করেন- ১৫৩৮ সালে।
- চট্টগ্রাম আরাকানদের অধীনে ছিল- ১৫৮১-১৬৬৬ সাল।
- আরাকান ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের একসাথে বলা হতো- হার্মাদ।
- পর্তুগিজদের হুগলি থেকে উচ্ছেদ করেন- মুঘল সম্রাট শাহজাহানের আমলে বাংলার সুবাদার কাসিম খান জুয়িনী।
- মুঘল সুবাদার শায়েস্তা খান মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের চট্টগ্রাম হতে বিতাড়িত করেন- ১৬৬৬ সালে।
- শায়েস্তা খান চট্টগ্রাম দখল করে এর নামে রাখেন- ইসলামাবাদ।

ওলন্দাজদের আগমন

- হল্যান্ডের (নেদারল্যান্ডের) অধিবাসীদের বলে- ডাচ বা ওলন্দাজ।
- পর্তুগিজদের পরে আসে- ডাচ্ বা ওলন্দাজগণ।
- ওলন্দাজরা বাংলায় আসেন- ১৬০২ সালে।
- ওলন্দাজগণ যে দেশের নাগরিক- হল্যান্ড বা বর্তমান নেদারল্যান্ডসের।
- ওলন্দাজগণ উপমহাদেশে ঘাঁটি স্থাপন করেন- মুসলিমপট্টমে।

ইংরেজদের আগমন

- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয়- ১৬০০ সালে (২১৮ জন অংশীদার)।
- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় আসে- ১৬০০ সালে।
- ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমসের সুপারিশপত্র নিয়ে বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের উদ্দেশ্যে সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন- ক্যাপ্টেন হকিন্স (১৬০৮ সালে)।
- ক্যাপ্টেন হকিন্সের আবেদনক্রমে সুরাটে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণের অনুমতি দেন- সম্রাট জাহাঙ্গীর।
- ইংরেজরা উপমহাদেশের প্রথম কুঠি স্থাপন করে- সুরাটে (১৬১২ সালে)।
- ইংরেজরা কলকাতার আশেপাশের ৪৮টি গ্রাম ক্রয়ের অনুমতি পায়- সম্রাট ফররুখশিয়ার কাছ থেকে।
- ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যে মুঘল সম্রাটের কাছ থেকে বাংলার দেওয়ানী লাভ করে– দ্বিতীয় শাহ আলম।
- ইংরেজরা বাংলায় প্রথম কুঠি স্থাপন করে- পিপিলাইয়ে।
- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় প্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে- সম্রাট শাহজাহানের শাসনামলে।
- কাশিম বাজারে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে- ১৬৫৮ সালে।
- দ্বিতীয়বার এসে কুঠি স্থাপনের অনুমতি পান- জব চার্ণক।
- কলকাতা নগরী প্রতিষ্ঠা করেন- জব চার্ণক।
- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকেন্দ্র ছিল- কলকাতা।
- 'ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ' নির্মিত- ইংল্যান্ডের রাজা উইলিয়ামের নামানুসারে (কলকাতায়)।

দিনেমারদের আগমন

- ডেনমার্কের লোকদের বলা হয়- ডেনিশ বা দিনেমার।
- দিনেমারগণ তাদের বাণিজ্য কুঠি বিক্রি করে দেয়- ইংরেজদের নিকট।
- দিনেমারগণ ডেনিস ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন করে এদেশে আসে- ১৬১৬ সালে।

ফরাসিদের আগমন

- ফরাসিরা বাংলায় আসেন- ১৬৬৮ সালে।
- উপমহাদেশে ইউরোপীয় সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রথম চেষ্টা করেছিল- ফরাসিরা।
- ইউরোপীয়দের মধ্যে সর্বশেষ উপমহাদেশে আগমন করে- ফরাসিরা।
- ফরাসি 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' গঠিত হয়- ১৬৬৪ সালে।
- ফরাসিরা সুরাটে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে- ১৬৬৮ সালে।
- ফরাসিরা তাদের ফ্যাক্টরী নির্মাণ করে- চন্দন নগরে।
- উপমহাদেশে যে দুই ভিন্ন জাতি পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত ছিল- ইংরেজ ও ফরাসি।
- বাংলায় ফরাসিদের শ্রেষ্ঠ কুঠি ছিল- চন্দন নগরে।
- ইংরেজরা চন্দন নগর দখল করে- ১৭৫৭ সালে।

নীলজল নীতি

- 'নীলজল নীতি' হলো- একটি সাম্রাজ্যবাদী নীতি।
- 'নীলজল নীতি'র প্রবর্তক- আল বুকার্কি (পর্তুগিজ)।
- প্রাচ্যে পর্তুগিজ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন- আল বুকার্কি।
- মালাক্কা, হরমুজ ও বেনাস্তরিমের দুর্গ দখল করেন- আল বুকার্কি।

ঐতিহাসিক পলাশীর যুদ্ধ

- পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়- ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন (ভাগীরথী নদীর তীরে পলাশীর প্রান্তরে আম্রকাননে)।
- সিরাজদ্দৌলা যে ফরাসি সেনাপতির সাথে গোপনে পত্রালাপ করতেন- বুসি।
- নবাবের পক্ষে যে ফরাসি সেনাপতি সরাসরি যুদ্ধ করে- সিনফ্রে।
- যুদ্ধে নবাবের পক্ষে জীবনপণ যুদ্ধ করে- মীর মদন ও মোহন লাল।
- যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করে- মীর জাফর ও ইয়ার লতিফ।

আরো জানতে হবে

- নবাব আলীবর্দী খানের প্রকৃত নাম- মির্জা মুহম্মদ আলী।
- আলী নগরের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়- সিরাজদ্দৌলার ও ইংরেজদের মধ্যে।
- দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন- রবার্ট ক্লাইভ এবং বিলোপ করেন ওয়ারেন হেস্টিংস।
- ডুপ্লে ছিলেন- একজন ফরাসি সেনাপতি।
- রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত ক্ষমতা প্রাপ্তিকে বোঝায়- দেওয়ানি।
- রবার্ট ক্লাইভের উৎপীড়নমূলক দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে বাংলায় সৃষ্টি হয় ভয়াবহ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বা দুর্ভিক্ষ (১১৭৬ বঙ্গাব্দ যা ইংরেজি ১৭৭০)।

ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসন: কোম্পানি আমল

- ইংরেজ শাসনামলে মানবতাবাদী শাসক হিসেবে পরিচিত হন- উইলিয়াম বেন্টিংক।
- 'বারাণসীর সন্ধি' স্বাক্ষরিত হয়- ওয়ারেন হেস্টিংস ও দ্বিতীয় শাহ আলমের মধ্যে।
- লর্ড কর্নওয়ালিস 'বোর্ড অব ট্রেড' এর সদস্য কমিয়ে ১১ জন থেকে করে- ৫ জন।
- 'বোর্ড অব ট্রেড' এর সদস্য সংখ্যা কমানোর কারণ- কাজের গতি বৃদ্ধি করা।
- 'কর্নওয়ালিস কোড' বলতে বোঝায়- কর্নওয়ালিসের শাসন ও বিচার বিভাগীয় সংস্কার।
- রেগুলেটিং অ্যাক্টের ধারা- দুটি খন্ডে বিভক্ত ছিল। যথা- কোম্পানির গঠনতন্ত্র সংক্রান্ত এবং ভারতীয় শাসনব্যবস্থা সংক্রান্ত।
- চিরস্থায়ী ভূমি বন্দোবস্ত ব্যবস্থা চালু করা হয়- ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ২২ মার্চ।

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম

- ১৮৫৭ সালের ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের নাম- সিপাহী বিদ্রোহ।
- সিপাহী বিদ্রোহের অপরনাম- ভারতের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন।
- এটি ছিল ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যবদ্ধ ব্রিটিশ আন্দোলন।
- নেতৃত্ব দেওয়া অন্যতম নেতা- মারাঠা নেতা নানা সাহেব ও ঝাঁসির রানি।
- সিপাহি বিদ্রোহ দমন করেন- লর্ড ক্যানিং।
- সিপাহি বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়- মঙ্গল পান্ডে নামে একজন সিপাহি ১৮৫৭ সালের ২৯ মার্চ ব্যারাকপুরের সেনানিবাসে প্রকাশে বিদ্রোহ করলে।

এই অধ্যায়ের অন্যান্য তথ্য

- প্রথম সনদ আইন পাস হয়- ১৮৩৩ সালে।
- কৃষক বিদ্রোহের অন্যতম নেতা- ভবানী পাঠক।
- দত্তক পুত্র গ্রহণের প্রথা বাতিল করেন- লর্ড ডালহৌসি।
- ভারতের রেলপথের জনক বলা হয়- লর্ড ডালহৌসিকে।
- মহীশূরের শাসক ছিলেন- টিপু সুলতান (মহীশূরের বাঘ)।
- টিপু সুলতানের পিতার নাম- হায়দার আলী।
- ম্যাঙ্গালোর সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়- ইংরেজ ও টিপু সুলতানের মধ্যে।
- সিকিম রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়- ১৮৪৯ সালে (ডালহৌসির সময়কালে)।
- যার নামানুসারে ১৭৮৪ সালের ভারতীয় আইন পরিচিতি অর্জন করে- উইলিয়াম পিট।

CamScanner

ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসন: ব্রিটিশ আমল

১৮৫৮ সালের মহারানি ভিক্টোরিয়া কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটিয়ে ভারতের শাসন ব্যবস্থা সরাসরি নিজ হাতে গ্রহণ করেন। রানি ভারতের তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিংকে প্রথম ভাইসরয় (রানির প্রতিনিধি) নিযুক্ত করে ভারতে সরাসরি ব্রিটিশ শাসনের সূত্রপাত করেন।

ইলবার্ট বিল (Ilbert Bill)

- 'ইলবার্ট বিল' হলো- ইউরোপীয় অপরাধীদেরকে ভারতীয় বিচারক কর্তৃক বিচার করার ক্ষমতা।
- 'ইলবার্ট বিল' প্রণয়ন করেন যে ভাইসরয়- লর্ড রিপন।
- 'ইলবার্ট বিল' প্রণয়ন করার জন্য প্রশংসিত হয়- লর্ড রিপন।

Ripon the Good

- লর্ড রিপন 'Ripon the Good' নামে সুপরিচিত- উদারনৈতিক শাসনের জন্য।
- মহীশূর রাজ্য মহীশূরের রাজার কাছে হস্তান্তর করে- লর্ড রিপন।
- মহীশূর রাজ্যটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেছিল- লর্ড বেন্টিংক।
- ভারতবর্ষে শিক্ষা বিস্তারের জন্য লর্ড রিপন হান্টার কমিশন গঠন করেন- ১৮৮২ সালে।

ব্রিটিশ ভারতের ২টি অ্যাক্ট

Vernacular Press Act	Royal Title Act
১৮৮২ সালে রিপন তার পূর্ববর্তী ভাইসরয় লর্ড লিটন কর্তৃক প্রবর্তিত বিধিনিষেধমূলক 'সংবাদপত্র আইন' রহিত করে দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোকে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে মতামত প্রকাশে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করেন।	১৮৭৬ সালে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে Royal Title Act পাস হয়। এর ফলে লর্ড লিটন দিল্লিতে মহাসমারোহে মহারানি ভিক্টোরিয়াকে ভারত সম্রাজ্ঞী হিসেবে ঘোষণা করেন।

রাওলাট আইন

বিচারপতি রাওলাট

- রাওলাট আইন পাস হয় ১৯১৯ সালের ১৮ মার্চ।
- এটি ছিল দমনমূলক প্রতিক্রিয়াশীল আইন।
- বিচারপতি রাওলাটের নেতৃত্বে ৫ সদস্যের যে কমিটি রাওলাট আইন প্রণয়ন করে- সিডিশন কমিশন।

আরো জানতে হবে

- মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে নেহেরু রিপোর্ট পেশ করা হয়- আগস্ট, ১৯২৮ সালে।
- 'ক্রিপস মিশন' ও 'ক্রিপস প্রস্তাব' করেন- স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস।
- 'ক্রিপস মিশন' ও 'ক্রিপস প্রস্তাব' পেশ করা হয়- ১৯৪২।
- আলীগড় আন্দোলনের প্রবর্তক- স্যার সৈয়দ আহমদ।
- আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল- ইংরেজ শিক্ষা, মুসলমানদের উদ্ধার ও পুনর্জাগরণ।
- ভারতে 'ওয়াবি আন্দোলন' হয়- ভারত থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে।
- ভারতে 'ওয়াবি আন্দোলনের' কেন্দ্রবিন্দু ছিল- সিতানা।
- 'বিজ্ঞান সমিতি' গড়ে তোলেন- স্যার সৈয়দ আহমদ খান।
- ভারতে 'ফ্যাক্টরি আইন' পাস করেন- লর্ড রিপন (১৮৮১ সালে)।
- লর্ড রিপন হান্টার কমিশন নিয়োগ করেন- শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য।
- 'Bengal Municipal Act' হলো- স্বাধীয় স্বায়ত্তশাসন আইন।
- সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য স্কট মনক্রিফ কমিশন গঠন করে- লর্ড কার্জন।

অনুশীলনী

01. ভারতীয় উপমহাদেশে ইউরোপীয়দের আগমনের উদ্দেশ্য কী ছিল?
A. ব্যবসা করা B. সাম্রাজ্য বিস্তার করা
C. যুদ্ধ করা D. ভ্রমণ করা

02. বাংলায় ফিরিঙ্গি নামে পরিচিত ছিল কারা?
A. পর্তুগিজরা B. ইংরেজরা
C. ফরাসিরা D. দিনেমাররা

03. ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রানি এলিজাবেথের কাছ থেকে কত বছরের জন্য সনদ নিয়ে ভারতে আসে?
A. ১৪ B. ১৫ C. ১৬ D. ১৭

04. কত সালে পলাশীর যুদ্ধ হয়?
A. ১৭৫৫ B. ১৭৫৬ C. ১৭৫৭ D. ১৭৫৮

05. দিনেমার বলা হয় কাদের?
A. মালয়েশিয়ার অধিবাসীদের B. ফরাসি অধিবাসীদের
C. ডেনমার্কের অধিবাসীদের D. হল্যান্ডের অধিবাসীদের

06. কার নামানুসারে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণ করা হয়?
A. ১ম ফ্রেডারিক উইলিয়াম B. ২য় উইলিয়াম
C. ৩য় উইলিয়াম D. ৩য় ফ্রেডারিক উইলিয়াম

07. ফরাসিরা কত সালে সুরাটে প্রথম বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে?
A. ১৬৬২ B. ১৬৬৪
C. ১৬৬৬ D. ১৬৬৮

উত্তরমালা									
01	A	02	A	03	B	04	C	05	C
06	C	07	D						

08. ঘসেটি বেগম কে ছিলেন?
A. হাজী আহম্মদের কন্যা B. আলীবর্দী খানের কন্যা
C. সুজা-উদ-দৌলার কন্যা D. সরফরাজ খানের কন্যা

09. ঘসেটি বেগমের সাথে কে সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল?
A. ওসমান জং B. শওকত জং
C. আলী মির্জা D. সাইদ আহম্মেদ

10. কত সালে মীরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করা হয়?
A. ১৭৬০ B. ১৭৬১
C. ১৭৬২ D. ১৭৬৩

11. মীরজাফরের মসনদ হারানোর অন্যতম কারণ কী?
A. অর্থ প্রদানে অক্ষমতা
B. শারীরিক অক্ষমতা
C. রাজকার্য চালানোর অক্ষমতা
D. চারিত্রিক দুর্বলতা

12. নবাবের ক্ষমতাহীন দায়িত্ব আর কোম্পানির দায়িত্বহীন ক্ষমতা ইতিহাসে কী নামে পরিচিত?
A. দ্বৈতশাসন B. দেওয়ানি লাভ
C. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত D. সূর্যাস্ত আইন

13. ১৭৭০ সালে দুর্ভিক্ষের পরোক্ষ ফল কোনটি?
A. আমলাতন্ত্রের অবসান B. দ্বৈতশাসনের অবসান
C.সাম্রাজ্যবাদের অবসান D. নজরানা প্রথার অবসান

14. ভারতে পর্তুগিজ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন কে?
A. ভাস্কো-দা-গামা B. আলভারেজ ক্যাব্রাল
C. ডি আল বুকার্কি D. ডি আলমেইডা

15. ইংরেজরা কত সালে ভারতে আসে?
A. ১৬০০ B. ১৬০৮
C. ১৬১০ D. ১৬১২

16. ইউরোপ থেকে ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার করেন কে?
A. বার্থোলোমিউ ডায়াস B. আমেরিগো ভেসপুচি
C. আলবুকার্কি D. ভাস্কো-দা-গামা

17. ভাস্কো-দা-গাম কত সালে কালিকট বন্দরে আসেন?
A. ১৪৯৬ B. ১৪৯৭ C. ১৪৯৮ D. ১৪৯৯

18. প্রথম কোন ইউরোপীয় জাতি ভারতবর্ষে আগমন করেন?
A. পর্তুগিজ B. ইংরেজ
C. ডাচ D. দিনেমার

19. ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ইংরেজদের কুঠি ও দুর্গ নির্মাণের প্রধান উদ্দেশ্য কী ছিল?
A. অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন B. ধর্ম প্রচার
C. আধিপত্য বিস্তার D. নাগরিকত্ব লাভ

উত্তরমালা											
08	B	09	B	10	A	11	A	12	A
13	B	14	C	15	B	16	D	17	C
18	A	19	C						

20. পলাশীর যুদ্ধে নবাবের পরাজয়ের প্রধান কারণ-
A. মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতা
B. নবাবের অযোগ্যতা C. লর্ড ক্লাইভের রণকৌশল
D. নবাবের সেনাবাহিনীর দুর্বলতা

21. নবাব সিরাজদ্দৌলার খালার নাম কী?
A. আমেনা বেগম B. খাদিজা বেগম
C. ফিরোজা বেগম D. ঘসেটি বেগম

22. পলাশীর যুদ্ধের ফলে-
A. মীর কাশিম নবাব হন B. ইংরেজ কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পায়
C. ফরাসি কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পায় D. মীর জাফর ধনী হন

23. বক্সারের যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়?
A. ১৭৬৪ B. ১৭৬৫
C. ১৭৬৬ D. ১৭৭৬

24. দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তক কে?
A. ওয়ারেন হেস্টিংস B. লর্ড কর্নওয়ালিস
C. লর্ড কার্জন D. লর্ড ক্লাইভ

25. কত সালে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হয়েছিল?
A. ১৭৭১ B. ১৭৭৬
C. ১১৭০ D. ১১৭৬

26. প্রথমে পাঁচসালা বন্দোবস্ত চালু করেন কে?
A. লর্ড ক্লাইভ B. লর্ড কর্নওয়ালিস
C. লর্ড কার্জন D. ওয়ারেন হেস্টিংস

27. ওয়ারেন হেস্টিংস পাঁচসালা বন্দোবস্ত চালু করেন কেন?
A. রাজস্ব খাতে বৃদ্ধির জন্য
B. শাসন বিভাগের সংস্কারের জন্য
C. বিচার বিভাগের সংস্কারের জন্য
D. প্রশাসনের উন্নয়নের জন্য

28. রেগুলেটিং এ্যাক্ট- এর প্রণেতা কে?
A. লর্ড ক্লাইভ B. ওয়ারেন হেস্টিংস
C. লর্ড কার্জন D. লর্ড নর্থ

29. কত সালে রেগুলেটিং অ্যাক্ট পাস হয়?
A. ১৭৭০ B. ১৭৭১ C. ১৭৭২ D. ১৭৭৩

30. রেগুলেইটিং অ্যাক্টের উদ্দেশ্য কী ছিল?
A. পর্তুগিজদের দমন করা B. ফরাসিদের দমন করা
C. কোম্পানির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করা
D. নবাবের ক্ষমতালোপ করা

31. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন কে?
A. লর্ড কর্নওয়ালিস B. ওয়ারেন হেস্টিংস
C. লর্ড ক্লাইভ D. লর্ড কার্জন

উত্তরমালা											
20	A	21	D	22	B	23	A	24	D
25	D	26	D	27	A	28	D	29	D
30	C	31	A						

32. মহীশূর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কে?
A. তিতুমীর B. নিসার আলী
C. মজনু শাহ D. হায়দার আলী

33. হায়দার আলী সর্বপ্রথম কার অধীনে সেনানায়ক হিসেবে চাকরি শুরু করেন?
A. তিতুমীরের B. নিসার আলীর
C. মুহম্মদ আলীর D. নানজারাজের

34. মহীশূরের বাঘ বলা হয় কাকে?
A. হায়দার আলীকে B. টিপু সুলতানকে
C. আলী মুহম্মদকে D. সুলতান মুহম্মদকে

35. রাজধানী শ্রীরঙ্গপট্টমে 'স্বাধীনতা বৃক্ষ' নামে একটি গাছের চারা রোপণ করেন কে?
A. হায়দার আলী B. টিপু সুলতান
C. আলী মুহম্মদ D. সুলতাম মাহমুদ

36. ভারতে নৌবাহিনী গড়ে তোলার চেষ্টা করেন কে?
A. হায়দার আলী B. টিপু সুলতান
C. মুহম্মদ আলী D. সুলতান মাহমুদ

37. অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি প্রয়োগ করেন কে?
A. লর্ড কর্নওয়ারিলস B. ওয়ারেন হেস্টিংস
C. লর্ড ক্লাইভ D. লর্ড ওয়েলেসলি

38. উইলিয়াম বেন্টিংক কত সালে গভর্নর জেনারেল হয়ে ভারতবর্ষে আসেন??
A. ১৮২২ B. ১৮২৪ C. ১৮২৬ D. ১৮২৮

39. সতীদাহ প্রথা বিলোপ করেন কে?
A. লর্ড কার্জন B. ওয়ারেন হেস্টিংস
C. লর্ড ক্লাইভ D. লর্ড বেন্টিংক

40. কে জুরি ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন?
A. লর্ড কার্জন B. লর্ড হেস্টিংস
C. লর্ড ক্লাইভ D. লর্ড বেন্টিংক

41. লর্ড ডালহৌসির সাম্রাজ্যবাদ নীতির উদ্দেশ্যে ছিল কতটি?
A. ২ B. ৩ C. ৪ D. ৫

42. লর্ড ডালহৌসির সময়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা কোনটি?
A. পদোন্নতি প্রথা চালু B. দক্ষতার ভিত্তিতে পদোন্নতি
C. যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন D. শক্তিশালী রেজিমেন্ট গঠন

43. বাংলায় প্রথম গভর্নর জেনারেল কে ছিলেন?
A. লর্ড বেন্টিংক B. ওয়েলেসলি
C. ওয়ারেন হেস্টিংস D. লর্ড অ্যামহার্স্ট

44. কোন গভর্নর দ্বৈতশাসনের অবসান ঘটান?
A. কর্নওয়ালিস B. ডালহৌসি C. হেস্টিংস D. ভান্সিটার্ট

45. বিচার বিভাগকে মাসন বিভাগ থেকে পৃথক করেছিলেন কে?
A. লর্ড ক্লাইভ B. লর্ড কর্নওয়ালিস
C. লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস D. লর্ড ডালহৌসি

46. ভারতবাসীর জন্য সবচেয়ে উদারপন্থি ছিলেন কোন শাসক?
A. রবার্ট ক্লাইভ B. ওয়ারেন হেস্টিংস
C. উইলিয়াম বেন্টিংক D. লর্ড রিপন

47. ইংল্যান্ডের রানিকে 'কাইজার-ই-হিন্দ' খেতাব প্রদান করেন কে?
A. লর্ড ওয়েলেসলি B. লর্ড ক্যানিং
C. লর্ড লিটন D. লর্ড রিপন

48. কী কারণে লর্ড বেন্টিংককে ভিক্টোরিয়ান যুগের মূর্ত প্রতীক বলা হয়?
A. ভারতীয় প্রশাসনিক কাজে চাকরি না দেওয়ার জন্য
B. উদার ও মুক্ত চিন্তার জন্য
C. বর্গীদস্যুদের সাহায্য করার জন্য
D. কোম্পানির ঘাটতি পূরণ না করার জন্য

49. ভারতে সর্বপ্রথম রেলপথ প্রবর্তন করেন কে?
A. লর্ড হেস্টিংস B. লর্ড ডালহৌসি
C. লর্ড কর্নওয়ালিস D. লর্ড ওয়েলেসলি

50. হিন্দু বিধবা বিবাহ আইন কে পবর্তন করেন?
A. লর্ড ডালহৌসি B. লর্ড ওয়েলেসলি
C. লর্ড কর্নওয়ালিস D. লর্ড আমহার্স্ট

51. ফরায়েজি আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য কী ছিল?
A. নীলকরদের অত্যাচার থেকে কৃষকদের রক্ষা
B. কুসংস্কারমুক্ত ধর্মীয় আদর্শ স্থাপন
C. জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ
D. ব্রিটিশ ভারত থেকে বিতাড়ন

52. সিপাহী বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ কোনটি?
A. ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত
B. লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ
C. ভারতীয়দের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন
D. সিপাহীদের সাথে অসম্মানজনক আচরণ

53. কত সালে ভারতীয় উপহাদেশে কোম্পানির শাসনের বিলুপ্ত ঘটে?
A. ১৮৫৭ B. ১৮৫৮
C. ১৮৫৯ D. ১৮৬০

54. গণতন্ত্রের পথ প্রদর্শকরূপে ভারতীয়দের নিকট স্মরণীয় হয়ে আছেন—
A. লর্ড ক্যানিং B. লর্ড লরেন্স
C. লর্ড কার্জন D. লর্ড রিপন

55. ভারতের প্রথম ভাইসরয় কে?
A. লর্ড কার্জন B. লর্ড হেস্টিংস
C. লর্ড ক্লাইভ D. লর্ড ক্যানিং

উত্তরমালা									
32	D	33	D	34	B	35	B	36	B
37	D	38	D	39	D	40	D	41	B
42	C	43	C	44	C				

উত্তরমালা									
45	C	46	C	47	C	48	B	49	B
50	A	51	B	52	A	53	B	54	D
55	D								

56. সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরোধী ছিলেন কে?
A. লর্ড ডালহৌসি B. লর্ড ক্লাইভ
C. লর্ড ওয়েলেসলি D. লর্ড রিপন

57. ইলবার্ট বিল প্রণয়ন করেন কে?
A. স্যার ইলবার্ট B. স্যার মার্শাল
C. লর্ড রিপন D. লর্ড ডালহৌসি

58. লর্ড লিটন সংবাদপত্রের স্বাধীনতারোধ করতে 'varnacular Press Act' পাস করেন। লর্ড লিটনের বিপরীত চরিত্র কোনটি?
A. লর্ড কার্জন B. লর্ড কর্নওয়ালিস
C. লর্ড ডালহৌসি D. লর্ড রিপন

59. ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট-এর উদ্দেশ্য কী?
A. সংবাদপত্রের স্বাধীনতা B. সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ
C. সাংবাদিকদের স্বাধীনতা D. সাংবাদিকদের কণ্ঠরোধ

60. কত সালে বঙ্গভঙ্গ হয়?
A. ১৯১১ B. ১৯০৫
C. ১৯০৬ D. ১৯১৪

61. বঙ্গ-ভঙ্গের প্রতিবাদে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে তাকে কী বলা হয়?
A. স্বদেশী আন্দোলন B. ওয়াহাবি আন্দোলন
C. সংস্কার আন্দোলন D. ফরায়েজি আন্দোলন

62. বঙ্গভঙ্গ রদ বাংলার মুসলমানদের মধ্যে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে?
A. হতাশা B. আনন্দ
C. ঈর্ষা D. হিংস্রতা

63. মুসলিম লীগ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
A. ১৯০৫ B. ১৯০৬
C. ১৯০৭ D. ১৯০৮

64. অখণ্ড বাংলা প্রস্তাবের প্রথম বিরোধীতা করে কোন দল?
A. মুসলীম লীগ B. নেজামে ইসলাম
C. কংগ্রেস D. ন্যাপ

65. কে অসহযোগ আন্দোলনের পরিকল্পনা করেন?
A. আবুল কালাম আজাদ B. মহাত্মা গান্ধী
C. মাওলানা মুহাম্মদ আলী D. মাওলানা শওকত আলী

66. গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের মূল আদর্শ কোনটি?
A. ধর্মভিত্তিক B. অপ্রতিদ্বন্দী
C. অধিকারবিহীন D. অহিংসা

উত্তরমালা									
56	D	57	C	58	D	59	B	60	B
61	A	62	A	63	B	64	C	65	B
66	D								

67. ভারতের শাসনতন্ত্রের সমস্যা সমাধানের জন্য কতটি গোলটেবিল বৈঠক হয়?
A. ১ B. ২
C. ৩ D. ৪

68. কত সালে ভারত স্বাধীনতা আইন পাশ হয়?
A. ১৯৪৫ B. ১৯৪৭
C. ১৯৪৯ D. ১৯৫১

69. ভারত উপমহাদেশে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল কোন প্রদেশে?
A. পাঞ্জাব B. বোম্বে
C. আলীগড় D. মাদ্রাজ

70. লর্ড রিপন কেন হান্টার কমিশন নিয়োগ করেন?
A. সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য B. জন সমর্থনের জন্য
C. মহারাণীকে সন্তুষ্ট করতে D. শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য

71. "Bengal Municipal Act" কী?
A. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক আইন
B. রাজস্ব সংক্রান্ত আইন
C. শিক্ষা সংক্রান্ত আইন D. সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি

72. সাইমন কমিশনের সদস্য সংখ্যা কত ছিল?
A. ৭জন B. ৮জন
C. ৯জন D. ১০জন

73. ঐতিহাসিক কীর্তিসমূহ সংরক্ষণ ও গবেষণার জন্য লর্ড কার্জন কোনটি প্রতিষ্ঠা করেন?
A. ইতিহাস বিভাগ B. প্রত্নতত্ত্ব জাদুঘর
C. প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর D. সংরক্ষণাগার

74. বঙ্গ-ভঙ্গের সময় বারতের গভর্নর জেনারেল কে ছিলেন?
A. লর্ড লিটন B. লর্ড রিপন
C. লর্ড কার্জন D. লর্ড এলগিন

75. আলীগড় আন্দোলনের উদ্যোক্তা কে?
A. স্যার সৈয়দ আহমদ B. সৈয়দ আমীর আলী
C. নওয়াব আব্দুল লতিফ D. স্যার সলিমুল্লাহ

76. কোন সম্প্রদায় বঙ্গ-ভঙ্গকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেন নি?
A. মুসলমান B. হিন্দু
C. খ্রিষ্টান D. বৌদ্ধ

77. বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন অবশেষে কী ধরণের পথ অবলম্বন করেছিল?
A. সাম্যবাদের B. গণআন্দোলনের
C. সন্ধি চুক্তির D. সন্ত্রাসবাদের

উত্তরমালা									
67	C	68	B	69	A	70	D	71	A
72	A	73	C	74	C	75	A	76	B
77	D								